69

আজকের কাগজ

তারিখ 17 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

নীলফামারীতে সরকারি সুযোগ সুবিধা থাকলেও গণশিক্ষা চালু হয়নি

সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের কার্যক্রম দীর্ঘ এক বছরেও নীলফামারীতে শুরু হয়নি। দেশব্যাপী সবার জন্যে শিক্ষা নিশ্চিত এবং নিরক্ষর মানুষকে স্বাক্ষরদানের জন্যে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ চালু করা হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় নীলফামারীতে বয়স্ক ও শিশু শিক্ষা জোরদার করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ সালের মে মাসে জেলা কো-অডিনেটরের কার্যালয় স্থাপন করা হয়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা প্রদানের পরও নীলফামারীতে সরকারিভাবে গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়নি। এই কার্যক্রমকে সরকারিভাবে অধিক গুরুত্বারোপ করায় নীলফামারী সদর থানার সবক'টি ইউনিয়নে গণশিক্ষা কেন্দ্র চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরবর্তীতে যথাযথ সমন্বয়, তদারকি ও যোগাযোগের অভাবে শুধুমাত্র ইটাখোলা ইউনিয়নে গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সে লক্ষ্যে কেন্দ্র নির্বাচন, মনগড়া প্রাথমিক জরিপ কাজ শেষে ৪০টি কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে গত ১২ মার্চ ৪০ জন শিক্ষক ও ৩ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। নিয়োগকৃত শিক্ষক ও সুপারভাইজারকে ইতিমধ্যে দায়সারা গোছের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি কেন্দ্র চালু না হওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণ গণশিক্ষার সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অপরদিকে শিক্ষক ও সুপারভাইজাররা সরকারি চাকরি ভেবে অফিসে দৈনিক ঘুরাঘুরি করছেন। একই সঙ্গে গণশিক্ষা কাজ শুরু না করেই গণশিক্ষা বিভাগের কো-অডিনেটর কার্যালয়ের কর্মকর্তা, কর্মচারিরা বসে বসে সরকারি সুযোগ সুবিধা ও বেতন ভাতাদি দীর্ঘ এক বছর যাবত ভোগ করছেন। নীলফামারী থেকে আমিরুজ্জামান।